পাইন বনের যোদ্ধা সিরিজের দ্বিতীয় খন্ড

সম্মুখযুদ্ধের নায়ক

(ইমাদুদ্দিন জেংগি, এডেসার যুদ্ধ, নুরুদ্দিন জেংগি)

ইমরান রাইহান

সঞ্চালন
প্রকাশনী

সম্মুখযুদ্ধের মহানায়ক

ইমরান রাইহান

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক

অনলাইন পরিবেশক
ওয়াফিলাইফ ডট কম

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা: শাহরিয়ার হাসান
বানান সমন্বয়: মনিরুজ্জামান রোবেন

বিক্রয়কেন্দ্র:

দোকান নং : ১৮, কওমি মার্কেট (১ম তলা),
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৬ ০১ ৭০৩ ৭০৫

মূল্য: ৪০০ টাকা (চারশত টাকা মাত্র)

সঞ্চালন
প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা

অর্পণ

মাহমুদুল হাসান রাফিদ,
তোমার বিয়ের আগের রাতে এই বাক্যটি লিখছি।

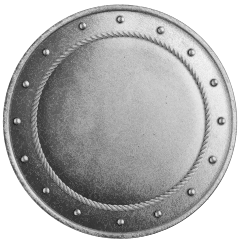

সূচিপত্র

লেখকের কথা ৯

নাইট টেমপ্লারস..... ১১

বালক বিন বাহরাম ১৭

আক সুংকুর আল বুরসুকি..... ৩৬

নতুন প্রভাত ৪৬

ইমাদুদ্দিন জেংগি..... ৫১

গন্তব্য এডেসা..... ৯৪

নুরুদ্দিন জেংগি ১১১

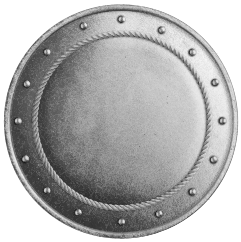

লেখকের কথা

পাইন বনের যোদ্ধা বইটি প্রকাশিত হয়েছিল 'লেখকের কথা' ছাড়াই। আমার কিছু কথা বলার ছিল, কিন্তু পাঠকের প্রতিক্রিয়া পাওয়ার আগে সেগুলো বলার সাহস হচ্ছিল না। সচেতন পাঠক লক্ষ করেছেন—পাইন বনের যোদ্ধায় আমি খুব একটা রেফারেন্স উল্লেখ করিনি, গল্পের মত করে মূল ইতিহাস বলে গেছি শুধু। কিছু ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাথে সমকালীন নানা উপাদান যুক্ত হয়েছে, কল্পনার কিছু অংশ আছে; কিন্তু সেটা কখনোই মূল ইতিহাসকে বিকৃত করেনি। চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে কিছু কল্পনা যোগ হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের মূল ধারাক্রমে কল্পনার কিছুই নেই। বইয়ে উল্লিখিত প্রতিটি ব্যক্তি ও শহরের নাম সঠিক, ইতিহাসের আকর গ্রন্থ থেকেই তা চয়ন করা হয়েছে।

স্বীকার করছি, বইগুলো যেভাবে লিখতে চাচ্ছি; ঠিক সেভাবে হচ্ছে না, অনেক ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। সাহিত্য আর ইতিহাসের ভারসাম্য রক্ষা করা যাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে, বাধ্য হচ্ছি কল্পনার উপর ইতিহাসকে প্রাধান্য দিতে। এই সিরিজের বইগুলো একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠকদের জন্য লেখা। তারা যদি এই বইগুলো পড়ে, তাঁদের মনে ইতিহাস পড়ার প্রতি আগ্রহবোধ জাগে, তবেই আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক।

ইমরান রাইহান
মিরপুর, ঢাকা।

নাইট টেমপ্লারস

১৬ জানুয়ারি, ১১২০ খ্রিস্টাব্দ।

জেরুজালেম থেকে ৪৯ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত নাবলুস শহরে উৎসবের আমেজ। জলপাই বাগানের জন্য বিখ্যাত শহরটিকে সাজানো হয়েছে নববধূর সাজে। নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আজ নাবলুস আসবেন। শহরের মাঝামাঝি অবস্থিত প্রশস্ত মাঠে সাজানো হয়েছে মঞ্চ, এখানে অনুষ্ঠিত হবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সভা। মাঠ থেকে তাকালে চোখে পড়ে ইবাল ও গেরিজিম পর্বতের চূড়া, দুদিক থেকে শহরকে যেন ঘিরে রেখেছে পর্বত দুটি।

সকাল দশটার দিকে একে একে সভাস্থলের দিকে উপস্থিত হলেন সবাই। সূর্য চারদিকে আলো ছড়াচ্ছে। তবে শীতের সময় বলে রোদের তীব্রতা গায়ে লাগছে না, বরং একটা কোমল স্পর্শের অনুভূতি হচ্ছে। ভারি শীতের পোশাক পরে এসেছেন নাজারেথের বিশপ, পোশাকের নিচের অংশ উঁচিয়ে হাঁটছেন তিনি। সাথে আছেন বেথেলহেম ও রামলার বিশপরাও। তাদের পেছনে সারিবদ্ধভাবে হাঁটছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা যাজকরা। তাদের গলায় ঝুলছে স্বর্ণের ক্রস, মাথায় ইহুদিদের মত ছোট টুপি।

মঞ্চের সামনে তাদেরকে স্বাগত জানালেন ৫০ বছর বয়স্ক হুগো ডি পায়েন্স। তার চেহারায় আনন্দ ঝলমল করছে। কিছুদিন আগেও তার মনে দ্বিধা ছিল, তার আহ্বানে সবাই সাড়া দিবে কিনা! কিন্তু এখন পর্যন্ত ধারণার চেয়েও বেশি সাড়া পেয়েছেন তিনি। জেরুজালেমের রাজা দ্বিতীয় বল্ডউইনও সমর্থন জানিয়েছেন তাকে, আশ্বাস দিয়েছেন যে কোনো বিষয়ে সাহায্য করবেন। হুগো ডি পায়েন্স অনুরোধ করেছিলেন রাজা যেন সম্মেলনে যোগ দেন। রাজা প্রথমে আশ্বাস দিলেও পরে ব্যস্ততার কারণে সফর বাতিল করেন।

'রাজা না থাকলেও চলবে। তার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতাই দরকার এখন।'—নাজারেথের বিশপের হাত ধরে মঞ্চে উঠার ফাঁকে ভাবলেন হুগো ডি পায়েন্স। অতিথিদের বেশিরভাগ ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। হুগোর ইশারায় পরিচারকরা সবার সামনে পৌঁছে দেয় আঙ্গুরের জুস ও আপেল। যাজকদের কেউ কেউ অনুরোধ করেছিলেন মদের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ঝুঁকি নিতে রাজি নন হুগো, ভালো করেই জানেন যাজকরা একবার মাতাল হলে তার পুরো পরিকল্পনাই নষ্ট হবে। তবে যাজকদের আশ্বাস দেয়া হয়েছে—সভা শেষে পাহাড়ি আঙ্গুরের মদ পান করানো হবে সবাইকে।

বাইবেলের শ্লোক পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হুগো ডি পায়েন্স মনে মনে কথা সাজিয়ে নেন। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য তাকেই রাখতে হবে, যেখানে তিনি এই সভার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করবেন। বাইবেল পাঠ শেষ হলে হুগো উঠে দাঁড়ান। গলায় লটকানো ক্রসে একবার হাত বুলিয়ে নেন গোপনে। মনে মনে কিছুটা নার্ভাস বোধ করছেন। উপস্থিত জনতার দিকে একবার তাকালেন তিনি। এখানে যারা আছে তাদের বেশিরভাগই উচ্চপদস্থ ক্রুসেডার কিংবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। এ ধরনের মানুষকে প্রভাবিত করা সহজ নয়। তবে নিজের পরিকল্পনার উপর আস্থা আছে হুগোর, জানেন এটি বাস্তবায়িত হলে সব পক্ষই লাভবান হবে।

'সম্মানিত সুধী! রাজার আদেশক্রমে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। আমি স্মরণ করছি সেসব যোদ্ধাকে, যারা পবিত্র ভূমি জয় করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। বাইতুল মাকদিসে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। বিশ বছর হলো আমরা জেরুজালেমে আছি। মুসলিম যোদ্ধাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছি আমরা। এখন আমাদের হাত থেকে জেরুজালেম কেড়ে

নেয়ার সাহস নেই কারো।'—একটু থামলেন হুগো। এখন পর্যন্ত শ্রোতাদের আগ্রহী মনে হচ্ছে। আজকের সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে, এটাও একটা কারণ হতে পারে।

'কিন্তু বিশ বছর পর সময় হয়েছে আমাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করার। আমাদের শূন্যতা ও ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করার। যদি আমরা ঘাটতি পূরণে ব্যর্থ হই; তাহলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারবো না। মওদুদ বিন তুনিতকিন নিহত হলেও তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে রয়ে গেছে অনেকে। আগামী দিনগুলোতে তাদের সামলাতে হবে। সুতরাং সময় হয়েছে আমাদের সেনাব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয় ঢেলে সাজাতে হবে। আপনারা লক্ষ করেছেন সেনাদের মধ্যে নানা অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা এমনকি সেনাপতির আদেশও অমান্য করছে অনেক সময়। সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড যদি এভাবে ক্ষয়ে যেতে থাকে, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে আমরা সহজেই হেরে যাব।'—রামলার বিশপ কিছু একটা বলে উঠলে হুগো থেমে যান। তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, কিন্তু বিশপ চুপ হলে আবার কথা শুরু করেন তিনি।

'গত কয়েক বছরে আমরা লক্ষ করেছি, তীর্থযাত্রীদের উপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে, প্রায় ৭০০ তীর্থযাত্রী জর্ডান নদীতে স্নান করার জন্য বের হয়েছিল। কিন্তু জেরুজালেম থেকে বের হতেই তাদের উপর হামলা করে মুসলমানরা। তাদের সব কিছু কেড়ে নেয়া হয়, অনেককে বন্দি করা হয়। সংবাদ পেয়ে আমাদের বাহিনী তাদেরকে উদ্ধারে অভিযান চালায়, কিন্তু তার আগেই মুসলমানরা সেখান থেকে সরে পড়ে। একবার ভাবুন! জেরুজালেমের পূর্ব দেয়াল থেকে জর্ডান নদীর দূরত্ব কতটুকু? মাত্র ৩২ কিলোমিটার। এই সামান্য পথটুকুতে আমরা আমাদের লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারিনি। এর বাইরে বিস্তৃত এলাকার কথা ভাবুন। মাইলের পর মাইল এলাকা অতিক্রম করতে হয় তীর্থ যাত্রীদের। সেখানে নেই কোনো নিরাপত্তা। যে কোনো সময় হামলা চালাতে পারে মুসলমানরা। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের গুরুত্বের সাথে ভাবা উচিত!'—কথা শেষ করে আবার সবার দিকে তাকালেন হুগো।

গত এক বছর ধরে আমি জেরুজালেমের রাজার সাথে কথা বলছি। তিনি নিজেও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। একাধিক আলোচনা শেষে আমরা সিদ্ধান্ত

নিয়েছি, এই বিষয়ে নতুন কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা দুজনই একমত হয়েছি আমাদের সেনাবাহিনী যথেষ্ট নয়। সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আরো কিছু মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই মিলিশিয়া বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য থাকবে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কিন্তু একইসাথে যুদ্ধের ময়দানেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

'কিন্তু আমাদের তো এ ধরনের কাজের জন্য নাইট হসপিটালার বাহিনী আছেই!'—মঞ্চ থেকে দ্বিমত করলেন একজন।

'নাইট হসপিটালাররা যথেষ্ট নয়। সংস্থাটির বয়স প্রায় ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জেরুজালেম জয়ের সময় তারা ক্রুসেডারদের বড় ধরনের সাহায্য করলেও এটি এখনো পুরোদস্তর সামরিক বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। আমাদের নতুন সংগঠনের কাজ তাদের চেয়ে আলাদা হবে। এই বাহিনীকে গড়ে তোলা হবে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে। প্রয়োজনে ইউরোপ থেকে দক্ষ যোদ্ধা সংগ্রহ করবো আমরা। ইউরোপ জুড়ে কয়েক হাজার দাতা আছেন; যারা গির্জার যে কোনো আহ্বানে নিজের সকল সম্পদ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাদের কাছে অর্থ সাহায্য চাবো আমরা। কিন্তু তার আগে গির্জার অনুমোদন দরকার এবং আপনাদের সমর্থন দরকার। আপনারা বিষয়টি নিয়ে কী ভাবছেন? জানলে সামনে এগুনো সহজ হবে।' নিজের বক্তব্য শেষ হতেই পেছনে সরে আসেন হুগো।

নির্ধারিত আসনে বসে আনারসের জুস পান করার ফাঁকে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেন হুগো। তার মনে হলো—শ্রোতাদের মাঝে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। হাতের ইশারায় তিনি রামলার বিশপকে কথা বলার আদেশ দেন। রামলার বিশপ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুবছর আগে দ্বিতীয় বল্ডউইনের রাজত্বের শুরুর দিকে তিনি যখন জেরুজালেম আসেন, তখন থেকেই বিশপের সাথে তার সখ্য গড়ে ওঠে। চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে দুজনই কাছাকাছি চিন্তা লালন করেন। বিশপ যদি এখন তাকে সমর্থন করেন তাহলে অন্যদের সমর্থন আদায় করা সহজ হবে। আগেই পরিকল্পনা করা হয়েছে হুগোর বক্তব্যের পর রামলার বিশপ কথা বলবেন।

রামলার বিশপ কথা বলতে দাঁড়ালে মাঠের কোলাহল কমে যায়। সবাই নীরব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তিনি। এরপর গমগমে কণ্ঠে বলেন, 'সম্মানিত

ভাই হুগো ডি পায়েন্স যা বলেছেন তা আমাদের মনের কথা। তিনি এমন কিছু সত্য তুলে ধরেছেন, যা আমাদের জন্য অস্বস্তিকর হলেও তা এড়ানোর সুযোগ নেই। আমাদের স্বাভাবিক সেনাবাহিনী সব কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প আরেকটি বাহিনী গঠনে মনোযোগ দিতে হবে। আমি হুগোর প্রস্তাবকে সর্বাত্মক সমর্থন জানাচ্ছি।'

রামলার বিশপের পর বক্তব্য রাখেন নাজারেথের বিশপ। তিনিও সমর্থন জানান হুগোর প্রস্তাবনাকে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, হুগো যে বিষয়ে চিন্তা করেছেন তা নিয়ে আরো বিশ বছর আগে ভাবা উচিত ছিল আমাদের। আমরা ক্রমেই সামনে এগুচ্ছি, কিন্তু পেছনকে রাখছি অরক্ষিত। মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রুরা অসংগঠিত, ফলে আমরা নানা সুবিধা পাচ্ছি। কিন্তু একবার যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে নিজেদের দুর্বল ব্যবস্থাপনার চরম মাশুল দিতে হবে আমাদের।

নাজারেথের বিশপের বক্তব্য শুনে হাঁপ ছাড়েন হুগো। এই বিশপকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন তিনি। এই লোকের সাথে আগ থেকেই কিছু সমস্যা চলছিল তার, সুযোগ পেয়ে দুয়েকবার তার ক্ষতির চেষ্টা করতেও বাঁধেনি লোকটার। ভয় ছিল আজ সে দ্বিমত করতে পারে।। কিন্তু সম্ভবত রাজার আদেশ শুনেই সে দ্রুত নিজের সমর্থন জানিয়েছে, আপাতত তার দিক থেকে বিরোধিতার সম্ভাবনা নেই।

হুগো জানেন মূল অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। এখন যা হবে তা নিছক আনুষ্ঠানিকতা। নাজারেথের বিশপের পর এমন কেউ নেই যিনি দ্বিমত করতে পারেন বা দ্বিমত করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে। যাজকদের সন্তুষ্ট করতে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ হলো, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সবাই হুগোর প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সবার বক্তব্য শেষে বেথেলহেমের বিশপ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানাবেন।

যাজকদের বক্তব্য শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে উঠলেন হুগো। বাল্যকালের কথা মনে পড়ছে তার। প্যারিস থেকে ১৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এক গ্রামে জন্ম তার। গ্রামের অন্য মানুষদের মত চাইলে চাষাবাদ করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু হুগোর রক্তে ছোটবেলা থেকেই যেন অভিযান ও এডভেঞ্চারের নেশা জড়িয়ে আছে। প্রথম ক্রুসেডের প্রচারণা শুরু হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তিনি। কিন্তু নিকিয়া পতনের পর শারীরিক অসুস্থতার

কারণে নিজের এলাকায় ফিরে যেতে হয়। পরের কয়েক বছর একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সফর করেন সিরিয়া ও তুরস্কের নানা অঞ্চল। ১১১৮ সালে তিনি জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। এটি ছিল প্রথম বল্ডউইনের মৃত্যুর কিছুদিন পরের ঘটনা। প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার কারণে অল্পদিনেই অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। রাজা দ্বিতীয় বল্ডউইনের সাথেও তার সখ্য গড়ে ওঠে। শুরু থেকেই অন্যের অধীনে কাজ করায় অনীহা ছিল হুগোর। তিনি চাচ্ছিলেন নিজে একটি বাহিনী গড়ে তুলে তার নেতৃত্ব দিতে। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের একাংশ তাকে সমর্থন জানালে হুগোর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তিনি চিন্তা করে একটি পরিকল্পনা সাজান যা তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানা কারণে বিলম্ব হচ্ছিল। ১১২০ সাল হুগোর জন্য ছিল যথেষ্ট হতাশার। নিজের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে না পেরে তিনি বছরটি কাটান অলসভাবে, নিয়মিত মদপান করে মাতাল হওয়া ছাড়া তার কোনো কাজ ছিল না। তবে সেসব এখন অতীত। আজকের সম্মেলনের পর নতুন করে শুরু হতে যাচ্ছে সবকিছু। সম্মেলন সমাপ্ত হলে নিজের স্বপ্ন পূরণ থেকে মাত্র এক কদম দূরে থাকবেন হুগো।

সবার আলোচনা শেষ হলে হুগোর ইঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান বেথেলহেমের বিশপ। জনতার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি কথা শুরু করেন, সকলের আলোচনা থেকে স্পষ্ট, নতুন একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা সময়ের দাবি। এই বাহিনীর মূল কাজ হবে রাজা ও তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা দেয়া। তাদেরকে দেয়া হবে যে কোনো মানুষকে হত্যার অধিকার। রাজা ছাড়া কারো কাছে জবাবদিহি করবে না তারা। যে কোনো দরকারে রাজা তাদের সাহায্য চাইতে পারবেন। পোশাক, নিয়ম কানুন ও ভাতার দিক থেকে এই বাহিনী হবে অন্যদের চেয়ে শতভাগ আলাদা। আমি বিশপদের পক্ষ থেকে এই বাহিনীর নাম ঘোষণা করছি। এই বাহিনীর নাম হবে 'নাইট টেমপ্লারস'।

নাইট টেমপ্লারস!

ক্রুসেড চলাকালে দুইশ বছর ধরে মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো সংগঠনটির জন্ম হলো এভাবেই।

বালক বিন বাহরাম

১

দ্বিপ্রহরের সময় পাথুরে পাহাড়ের নিচে এসে থামল অশ্বারোহী দলটি। একবার দলের অন্যদের দিকে তাকালেন মধ্যবয়স্ক দলপতি। তীব্র রোদে দরদর করে ঘামছে সবাই। কোনো কথা না বলে উপরে উঠতে ইশারা করলেন দলপতি। পাথুরে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো সবাই। উন্নত আরবি ঘোড়ায় আরোহণ করেছে তাঁরা, দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার বিশেষ ট্রেনিং আছে এই ঘোড়াগুলোর। কিছুটা কষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ায় পৌঁছতে পারবে তাঁরা।

রুক্ষ পাথুরে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে দলটি। কোথাও সামান্য ছায়া নেই। কেউ কোনো কথা বলছে না। জানে এখন কথা বলা মানেই শক্তি ক্ষয় করা। স্যাডলের একপাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পানিভর্তি চামড়ার মশক। একটু পর পর এক চুমুক করে পানি পান করছে সবাই। বিকালের দিকে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল দলটি। রোডের তেজ অনেকটাই কমে এসেছে। উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের ছায়া। উপর থেকে সামনের উপত্যকার দিকে তাকালো সবাই। রাতের মধ্যে এই উপত্যকা পার হতে হবে তাদের।

সবারই শরীর ক্লান্ত, কিন্তু বিশ্রামের অনুমতি দিলেন না দলপতি। এখন থামা যাবে না। দ্রুত এগুতে হবে। তাদের পাঠানো তথ্যের উপর নির্ভর করছে সামরিক সাফল্যের সম্ভাবনা। পাহাড়ে সন্ধ্যা খুব দ্রুত নেমে আসে। সূর্যের আলো হারিয়ে গেল; ধীরে ধীরে চারদিকে নেমে আসছে আঁধার। দলপতি নির্দেশ দিলেন মশাল জ্বালতে। দূর থেকে দেখা গেল পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে কয়েকটি আগুনের শিখা। দলের সদস্যরা সতর্ক, জানে সামান্য অসতর্কতা ডেকে আনতে পারে মারাত্মক বিপদ। এশার একটু পর উপত্যকায় পৌঁছল দলটি। ক্লান্তিতে সবার শরীর ভেঙ্গে আসছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের অনুমতি দিলেন দলপতি।

ঘোড়া থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল দলের সদস্যরা। একপাশে ঘোড়াগুলো বেঁধে গোলাকার হয়ে বসলো সবাই। সবার ব্যাগে শুকনো মাংস আছে, আগুন জ্বেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এখন। এক পাশে এক তরুণ ক্লান্ত চেহারায় বসে আছে। তাঁর কোমরে ঝুলছে তরবারি। পরনে আরবি পোশাক। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। তরুণের বাড়ি দামেশকে। সম্প্রতি বালক বিন বাহরামের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে সে। গত এক মাসে নানা অভিযানে অংশ নিয়েছে সে, কিন্তু আজকের মত ক্লান্তি আগে অনুভব করেনি। 'আগামীকালের দিনটি আরো কঠিন হতে পারে।' —মনে মনে ভাবে সে।

গত এক মাসের ঘটনাপ্রবাহ চিন্তা করছে তরুণ যোদ্ধা। বালক বিন বাহরামের নির্দেশে এডেসা অবরোধে ব্যস্ত ছিল তারা। বালক বিন বাহরাম এডেসার নিকটবর্তী খারতাবিরত শহরের শাসক। অন্য মুসলিম শাসকদের সাথে তাঁর তফাৎ হলো—তিনি নিজে জিহাদি চেতনা লালন করার পাশাপাশি নিজের সেনাবাহিনীকেও সেভাবেই গড়ে তুলেছেন। তাঁর চাচা ইলগাজি বিন উরতুক মারদিনের শাসক। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়তে আন্তরিক; কিন্তু দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে বারবার তাকে পক্ষ বদল করতে হচ্ছে, শত্রুর সাথেও হাত মেলাতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। প্রথমদিকে তিনি আমির মাওদুদের সাথে সম্মিলিত বাহিনীতে ছিলেন, কিন্তু পরে লড়াই করেন সুকমান আল কুতবির বাহিনীর বিরুদ্ধে। হামদানের আমিরের সাথে লড়াই করতে গিয়ে হাত মেলান ক্রুসেডারদের সাথে, আবার কিছুদিন পর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। চাচার জীবনের নানা বাঁক ও উত্থান পতন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন বালক বিন বাহরাম। ফলে তিনি প্রথমেই নিজের সেনাবাহিনীর

জন্য তরবিয়তের ব্যবস্থা করেছেন; তারপর তাদের নিয়ে মাঠে নেমেছেন।

টানা এক মাস অবরোধ করেও এডেসার পতন ঘটাতে না পেরে অবরোধ তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন বালক বিন বাহরাম। চারদিন আগে এডেসা থেকে অবরোধ তুলে নিজের এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি। কিন্তু গতকাল সংবাদ আসে এডেসার শাসক জোসেলিন ছোট একটি বাহিনী নিয়ে তাদের পিছু নিয়েছে। পিছনে শত্রু নিয়ে ঘুরাফেরা করার মানুষ নন বালক বিন বাহরাম। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আচমকা হামলে পড়বেন শত্রুর উপর। তাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ছিনিয়ে আনবেন বিজয়। কিন্তু হামলার আগে তথ্য দরকার। সেই তথ্য সংগ্রহের জন্যেই পাঠানো হয়েছে ছোট এই দলটিকে। শত্রুর চোখ ফাঁকি দিতে প্রচলিত পথ ব্যবহার না করে ঘুরপথে এসেছে দলটি। এতে পথের দূরত্ব কিছুটা বেড়েছে, পাথুরে পাহাড়ও অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু একটা সুবিধা পেয়েছে তাঁরা। ঘুরপথে এসে এখন তাঁরা অবস্থান করছে ক্রুসেডারদের পিছনে। ফলে খুব সহজেই শত্রুর চোখে না পড়ে তাদের অনুসরণ করা যাচ্ছে।

রাতের খাবার সেরে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে সেনারা। ইতিমধ্যে নিভিয়ে দিয়েছে মশাল। আলো থাকলে অনেক দূর থেকে শত্রুদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে। মরু অঞ্চলে নীরবে পথ চলার কিছু কৌশল আছে, এক বৃদ্ধ সেনাপতি শিখিয়েছেন তাদের। সেই কৌশল অবলম্বন করে সামনে এগুচ্ছে সবাই। চারপাশে সবকিছু নির্জন হয়ে আছে, আশপাশে জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। আকাশে চাঁদ উঠেছে, হালকা আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে চারপাশ। তবে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে সবার, পথ দেখে সামনে চলতে সমস্যা হচ্ছে না।

ভোরের একটু আগে মরু অঞ্চল পার হলো দলটি। সামনে ছোট একটি বসতি। দূর থেকে বসতিকে পাশ কাটালো ওরা। জানে শত্রুদের কাছাকাছি চলে এসেছে, সতর্কতায় বিন্দুমাত্র ঢিল দেয়া যাবে না। ঘোড়া থেকে নেমে ফজরের নামাজ আদায় করে নিল দলের সদস্যরা। চারদিক ইতিমধ্যে আলোকিত হয়ে ওঠেছে। দলপতি নির্দেশ দিলেন চলার গতি কমাতে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর।

একপাশে ঘোড়ার মল চোখে পড়লো এক সৈন্যের। পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে, এ পথে বড় একটি অশ্বারোহী দল গমন করেছে। দ্রুত একটা কাঠি দিয়ে মলের

ভেতরটা নেড়ে দেখল সে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে এই মল একদমই তাজা। বড়জোর কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে অবস্থান করেছে কোনো কাফেলা। ইঙ্গিত পেয়ে দলপতি এগিয়ে এলেন। গম্ভীর মুখে আশপাশের মাটির দিকে তাকালেন তিনি। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের ছাপ। বুঝলেন শত্রুদের কাছাকাছি চলে এসেছেন। আর কয়েক ঘণ্টা পর তাদের দেখা মিলবে। তবে সেনাদের বিশ্রাম দরকার। কিছুক্ষণ বিশ্রামের অনুমতি দিলেন তিনি।

বিশ্রামের পর আবার পথ চলতে শুরু করে দলটি। দুপুরের একটু আগে ক্রুসেডার বাহিনীর পতাকা দেখা গেল দূর থেকে। দ্রুত সেনাদের থামার নির্দেশ দিলেন দলপতি। খালি চোখে অনুমান করার চেষ্টা করছেন ক্রুসেডাদের সেনাসংখ্যা। দূর থেকে চোখে পড়ছে ক্রুসেডারদের নড়াচড়া। অনেকগুলো তাঁবু খাটানো হয়েছে একসাথে। একটা তাঁবুর উপর পতাকা উড়ছে। দলপতি অনুমান করলেন ওটা জোসেলিনের তাঁবু। কয়েকজন ক্রুসেডারকে ব্যস্ত হয়ে কিছু একটা করতে দেখা গেল।

একজন বয়স্ক সেনাকে ডেকে নিলেন দলপতি। কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন দুজন। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে ক্রুসেডাররা আপাতত বিশ্রাম করছে। নিজেদের উপর হামলার আশঙ্কা করছে না তারা। দুজনই একমত হলেন তাদের সেনাসংখ্যা ৫ হাজারের কাছাকাছি। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সম্পর্কে ধারণা নিতে চাইলেন তাঁরা, কিন্তু এতদূর থেকে বিষয়টি অনুমান করা কষ্টকর। তবে আগেও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এই দুই প্রবীণ যোদ্ধা। ভালো করেই জানেন সেনা সংখ্যা অনুপাতে ক্রুসেডাররা কী ধরনের রসদ সাথে রাখে।

ক্রুসেডারদের পর্যবেক্ষণ করা শেষ হতেই দ্রুত পেছনে সরে এলো দলটি। তিনজন তরুণ সেনাকে আলাদা করলেন দলপতি। তাদেরকে ক্রুসেডারদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বুঝিয়ে দ্রুত শিবিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ফেরার জন্য তাঁরা সংক্ষিপ্ত এক রাস্তা অবলম্বন করবে, যেখানে ক্রুসেডারদের চোখে পড়ার ঝুঁকি থাকলেও দ্রুত মুসলিম শিবিরে পৌঁছা যাবে। ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে মাত্র তিনজনকে পাঠাচ্ছেন এ পথে। সংখ্যা কম থাকলে শত্রুদের বড় দলকে ফাঁকি দেয়া সহজ। তিন সৈন্য দ্রুত চড়ে বসলো ঘোড়ায়, ধুলো উড়িয়ে ছুটল বালক বিন বাহরামের শিবিরের দিকে। দলপতি অন্য সেনাদের নিয়ে ধরলেন ফিরতি পথ। আবার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পুরনো পথেই ফিরে যাবেন